দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ধর্মঘটী শিক্ষকদের বক্তব্য

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য দুঃখজনক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শুক্রবার ধর্মঘটী বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জামালপুরে রঘুনাথপুরের জনসভায় যে মন্তব্য করেছেন, তাকে অগণতান্ত্রিক ও দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করেছেন। বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ ও

শিক্ষক ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৪

শিক্ষক ঃ ধর্মঘট চলছে

(১ম পাতার পর)

তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে অবিলম্বে ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ এক বিবৃতিতে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দুর্ভাগ্যজনক বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের গতকাল ২৮ দিন অতিবাহিত হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদিকা হেনা দাস এক বিবৃতিতে শিক্ষক ধর্মঘট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অগণতান্ত্রিক ও হুমকিমূলক বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মঘটের অধিকার শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার। সরকারের অনমনীয় ও উদাসীন মনোভাবের কারণেই শিক্ষকরা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আমরা আশা করব, অবিলম্বে সরকার নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য দাবীসমূহ মেনে নেবেন এবং ধর্মঘটের নিষ্পত্তি ঘটাবেন।

বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতির (বাসশিস) সভাপতি মোঃ বদরুদ্দিন হাওলাদার এক বিবৃতিতে বলেন, 'দাবী-দাওয়া মেনে নিন, চাকরিচ্যুতির হুমকি দিয়ে শিক্ষকদের ধর্মঘটের অবসান করা যাবে না।'

শিক্ষক সমিতি ঐক্য ফ্রন্ট সভাপতি অধ্যক্ষ মাহবুব মোকাররম হোসেন এবং মহাসচিব নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি এস এম আশরাফ আলী পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন।